সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ : একটি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা

পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ :

সার্বিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য সম্পদ আহরণে নিয়োজিত মৎস্য নৌযানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন করা এবং মৎস্য সম্পদ আহরণের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা। এই আইনে মৎস্য শ্রমিকদের মানবাধিকার বা শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা কিংবা আদালতের মাধ্যমে আইনগত প্রতিকার পাওয়ার বিষয়সমূহ একেবারেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পাশাপাশি শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়েও এই আইনে কোনো নির্দেশনা নেই। উল্লেখ্য যে, ধারা ২(১৪) 'ব্যক্তি'র সংজ্ঞায় ব্যক্তি থেকে শুরু করে কোম্পানি পর্যন্ত সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে দরিদ্র ব্যক্তি শ্রমিক যেমন নিয়োজিত থাকেন তেমনি ধনী শ্রেণির অত্যাধুনিক নৌযান মালিকও সম্পৃক্ত থাকেন। অত্র আইনের ধারা ৭-এ 'মৎস্য আহরণে বাধানিষেধ' সম্পর্কে বলা হয়েছে যে লাইসেন্স বা অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে নৌযানের সাহায্যে বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য আহরণের শাস্তি হবে অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ড (এক-তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ড। এ ধরনের শাস্তি ট্রলার মালিকের জন্য যথাযথ হলেও মৎস্যশ্রমিকদের জন্য কোনোভাবেই উপযুক্ত নয়। তাছাড়া, আয়ত্তাতীত কারণে আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হলে শ্রমিকগণ কিভাবে দায়মুক্ত থাকবেন সে বিষয়েও আইনে কোনো কিছু উল্লেখ নেই। অনেক সময় শ্রমিকদের অজ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞতাবশতঃ মৎস্যশ্রমিকদের দ্বারা শাস্তিযোগ্য বিভিন্ন বিধিবিধান লঙ্ঘনের আশংকা রয়েছে। এ সকল ধারায় উল্লেখিত শাস্তির পরিমাণ অনেক বেশি যা শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হওয়া কাম্য নয়; তবে কোম্পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে কত সময়ের মধ্যে নিকটস্থ থানায় হাজির করতে হবে এই আইনে তার উল্লেখ নেই; আবার পরিচালকের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ারও সুযোগও আইনে রাখা হয়নি যা মৎস্য শ্রমিকদের আইনগত অধিকার ক্ষুণ্ন করবে।

আইনটি যথাযথভাবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নতুন করে বিধিমালা প্রণয়ণ করা প্রয়োজন। বিধিমালা তৈরিতে বিলম্ব হলে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম প্রতিকূলতা তৈরি হবে।

শ্রমিক অধিকারের প্রশ্নে এই আইনে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই আইনটিকে ভিত্তি ধরে মৎস্য শ্রমিকদের মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয় যুক্ত করে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে।

আইনটির উদ্ভব ও পরিচিতি :

সময়ের চাহিদা বিবেচনায় বাংলাদেশে প্রচলিত পূর্বেকার মেরিন ফিশারিজ অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ রহিত করে সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। এই আইনটি ২০২০ সনের ১৯ নং আইন। ২০২০ সালের ২৬ নভেম্বর আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

এই আইনে ১২টি অধ্যায়ে সর্বমোট ৬৪টি ধারা রয়েছে। প্রথম অধ্যায় 'প্রারম্ভিক'-এ ধারা ১ ও ২, দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রশাসনিক'-এ ধারা ৩ থেকে ৬, তৃতীয় অধ্যায় 'লাইসেন্স সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াদি'-এ ধারা ৭ থেকে ১৮, চতুর্থ অধ্যায় 'স্থানীয় মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম'-এ ধারা ১৯ থেকে ২১, পঞ্চম অধ্যায় 'বিদেশী মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম'-এ ধারা ২২ থেকে ২৬, ষষ্ঠ অধ্যায় 'মৎস্য আহরণের কতিপয় নিষিদ্ধ পদ্ধতি'-এ ধারা ২৭ ও ২৮, সপ্তম অধ্যায় 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা, ইত্যাদি'-এ ধারা ২৯ থেকে ৩১, অষ্টম অধ্যায় 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌযানের গতিরোধ, তল্লাশি, জব্দ, বাজেয়াপ্তি, ইত্যাদি'-এ ধারা ৩২ থেকে ৪৪, নবম অধ্যায় 'প্রশাসনিক আপিল'-এ ধারা ৪৫, দশম অধ্যায় 'অপরাধ ও দণ্ড'-এ ধারা ৪৬ থেকে ৫৪, একাদশ অধ্যায় 'অপরাধের অধিক্ষেত্র, বিচার, জামিনযোগ্যতা, ইত্যাদি'-এ ধারা ৫৫ থেকে ৫৯, এবং দ্বাদশ অধ্যায় 'বিবিধ'-এ ধারা ৬০ থেকে ৬৪ উল্লেখ রয়েছে।

ধারা ২-এ সংজ্ঞাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারায় মোট ২৪টি বিষয়ে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাসমূহ হচ্ছে- (১) "অপরাধ", (২) "অনুমতিপত্র", (৩) "আর্টিসানাল নৌযান", (৪) "ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা", (৫) "গভীর সমুদ্র", (৬) "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা", (৭) "নির্ধারিত", (৮) "পরিচালক", (৯) "বাণিজ্যিক ট্রলার", (১০) "বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা" (১১) "বিদেশি মৎস্য নৌযান", (১২) "বিধি", (১৩) "মহাপরিচালক", (১৪) "ব্যক্তি", (১৫) "মৎস্য", (১৬) "মৎস্য আহরণ", (১৭) "মৎস্য নৌযান", (১৮) "যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান", (১৯) "লাইসেন্স", (২০) "সমুদ্র যাত্রা", (২১) "সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র", (২২) "সামুদ্রি মৎস্য আহরণ এলাকা", (২৩) "স্কিপার" এবং (২৪) "স্থানীয় মৎস্য নৌযান"।

প্রয়োজনীয় কিছু সংজ্ঞা :

(১৪) "ব্যক্তি" অর্থ কোনো ব্যক্তি, নৌযানের মালিক, যে কোনো ধরনের কোম্পানি, সংঘ, সমিতি, অংশীদারী কারবার, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা অন্য কোনো কৃত্রিম আইনগত সত্তা;

(১৫) "মৎস্য" অর্থ জীবন্ত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত সামুদ্রিক সম্পদের যে কোনো প্রজাতি এবং উহার বাচ্চা, পোনা, ডিম এবং স্পন;

(১৬) "মৎস্য আহরণ" অর্থ নির্ধারিত উপায়ে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য অনুসন্ধান বা সংগ্রহ করা, ধরা, একত্রীভূত করা, প্রলুব্ধ করা বা এইরূপ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ;

(১৭) "মৎস্য নৌযান" অর্থ সমুদ্রে মৎস্য আহরণের জন্য স্থানীয় বা বিদেশি নৌযান, যে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক ট্রলার, যান্ত্রিক নৌযান, আর্টিসানাল নৌযান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুতকরণের জন্য ব্যবহৃত নৌযান বা মৎস্য আহরণে সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনো নৌযান;

(১৮) "যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান" অর্থ ট্রলিং বা লংলাইনিং বা পার্সেনিং পদ্ধতি ব্যতীত ইঞ্জিন চালিত কোনো মৎস্য নৌযান যাহার ধারণ ক্ষমতা নেট ১৫ (পনেরো) টন এর বেশি;

(২২) "সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন ঘোষিত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা;

(২৪) "স্থানীয় মৎস্য নৌযান" অর্থ এমন কোনো মৎস্য নৌযান, যাহা-

(ক) সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের নাগরিকের স্বত্বাধীন, বা

(খ) আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী, সংগঠন (Society) বা অন্য কোনো সংঘ (Association) এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধীন নৌযান যাহার মোট স্বত্বের অন্যূন শতকরা ৫১ (একান্ন) ভাগ বাংলাদেশের নাগরিকের এবং বাংলাদেশে নিবন্ধিত এবং যৌথ উদ্যোগে বা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অন্য কোনো সমন্বয়ে বাংলাদেশের পতাকাবাহি হিসাবে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিচালনাকারী নৌযান, বা

(গ) সম্পূর্ণ সরকারের স্বত্বাধীনে বা বাংলাদেশের আইনে সংবিধিবদ্ধ সংস্থার স্বত্বাধীনে পরিচালিত কোনো নৌযান।

সুপারিশ : ধারা ২-এ 'সংজ্ঞা' অংশে 'মৎস্যশ্রমিক' শিরোনামে একটি উপদফা যুক্ত করে মৎস্য শ্রমিকদের সংজ্ঞায়িত করা।

বর্তমান আইনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি, মন্তব্য ও সুপারিশ :

সরকারঘোষিত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় এবং গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা মৎস্য আহরণ বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা ও নিয়মকানুন এই আইনে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়াদি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

এই আইনের দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রশাসনিক'-এ ধারা ৩ থেকে ৬

- **সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ঘোষণা (ধারা ৩) :** সরকার সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকা ঘোষণা করতে পারবে এবং সেখানে কোন ধরনের নৌযানের সাহায্যে মৎস্য আহরণ করা যাবে তা নির্ধারণ করতে পারবে। সরকার মৎস্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে মৎস্য আহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবে এবং নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে জরিমানা আরোপ করতে পারবে।

মন্তব্য: *নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকাকালীন দরিদ্র মৎস্যজীবি ও মৎস্যশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি কিভাবে নিশ্চিত করা হবে আইনে তার উল্লেখ নেই।*

সুপারিশ : *মৎস্য আহরণের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকাকালীন দরিদ্র মৎস্যজীবি ও মৎস্যশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রসঙ্গে বিস্তারিত বিধিবিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।*

- **নৌযানের শ্রেণি ও সংখ্যা নির্ধারণ (ধারা ৪) :** সরকার প্রয়োজনের ভিত্তিতে নৌযানের শ্রেণি ও সংখ্যা নির্ধারণ করতে পারবে।
- **অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণ (ধারা ৫) :** অবৈধ, অনুল্লিখিত এবং অ-নিয়ন্ত্রিত মৎস্য আহরণ নিয়ন্ত্রণকল্পে সরকার মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রমসহ প্রয়োজনীয়

আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারবে। সরকারের আদেশ বা নির্দেশ অমান্যকারী স্থানীয় মৎস্য নৌযানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা স্কিপার ২(দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে এক-তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

মন্তব্য : *আইন লঙ্ঘনের দায়ে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা একটি সাধারণ নিয়ম। কিন্তু মৎস্যজীবি কিংবা মৎস্যশ্রমিকদের জন্য এই শাস্তি অনেক বেশি বলে প্রতীয়মান হয়। আবার, অসাবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা বাধ্য হয়ে যদি মৎস্যশ্রমিকরা আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হয় তাহলে তাদের সুরক্ষার বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হয়নি।*

সুপারিশ : *মৎস্যশ্রমিকদের জন্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ন্যূনতম পর্যায়ে (টোকেন শাস্তি যেমন- ভর্ৎসনা, তিরস্কার ইত্যাদি) রাখা। অসাবধানতা ও অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা বাধ্য হয়ে মৎস্যশ্রমিকরা আইন লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত হলে তাহলে তাদের সুরক্ষার বিষয়টি আইনে উল্লেখ রাখা।*

- **মেরিকালচার এলাকা ঘোষণা, ইত্যাদি (ধারা ৬) :** সরকার উপকূলসহ সমুদ্রে অস্থায়ী আবদ্ধ ক্ষেত্র প্রস্তুতপূর্বক বা কোনো জলাশয়ে সমুদ্রের পানি ব্যবহার করে খাদ্য বা অন্য কোনো পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সামুদ্রিক জীবিত সম্পদ চাষ করার প্রয়োজনে মেরিকালচার এলাকা ঘোষণা করতে পারবে।

মন্তব্য : *মেরিকালচার এলাকায় মৎস্যশ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মেরিকালচার বা সেখানে কর্মে নিয়োজিত মৎস্যশ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি আইনে উল্লেখ নেই।*

সুপারিশ : *মেরিকালচার এবং সেখানে কর্মে নিয়োজিত মৎস্যশ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়টি আইনে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা।*

তৃতীয় অধ্যায় 'লাইসেন্স সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়াদি'-এ ধারা ৭ থেকে ১৮,

- **মৎস্য আহরণে বাধা-নিষেধ (ধারা ৭) :** লাইসেন্স বা অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় বা গভীর সমুদ্রে নৌযানের সাহায্যে বা অন্য কোনো প্রকারে মৎস্য আহরণ করতে পারবে না। তবে বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। কোনো ব্যক্তি এই বিধান লংঘন করে মৎস্য আহরণ করলে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ বা সহায়তা করলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড (তবে এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং মৎস্য নৌযান ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত হবে।

মন্তব্য : *এই ধারা লংঘন করলে কিংবা লংঘন করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে কিংবা সহায়তা করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড (তবে এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয়দণ্ড প্রদান এবং মৎস্য নৌযান ও অন্যান্য সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করার বিধানটি ধনী মৎস্য আহরণকারীদের জন্য যথাযথ হলেও বর্ণিত শাস্তির পরিমাণ মৎস্যজীবি ও মৎস্যশ্রমিকদের জন্য অত্যধিক বেশি বলে প্রতীয়মান হয়।*

সুপারিশ : *আইন লঙ্ঘনের দায়ে মৎস্যশ্রমিকদের জন্য শাস্তির পরিমাণ আরও কমানো উচিত। কারণ, মৎস্যশ্রমিকদের আয়ের উপর তাদের পরিবারের জীবনজীবিকা নির্ভর করে। মৎস্যশ্রমিকদের কারাদণ্ড প্রদান কিংবা তাদের উপর আর্থিক জরিমানা আরোপের ফলে তার পরিবার অনেকবেশি দুর্দশায় পতিত হয়।*

- **লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষমতা (ধারা ৮) :** পরিচালক, মৎস্য নৌযানের মালিক বরাবরে নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স ইস্যু করতে পারবেন। তবে তিনি নির্ধারিত সংখ্যক লাইসেন্সের অধিক লাইসেন্স ইস্যু করবেন না।

- **লাইসেন্সের জন্য আবেদন (ধারা ৯) :** মৎস্য নৌযানের মালিক মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিচালকের নিকট আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে আবেদনকারীর নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা প্রমাণের সনদপত্র, মৎস্য নৌযানের আমদানি বা প্রস্তুতের বৈধ দলিলাদি, স্থানীয় মৎস্য নৌযানের ক্ষেত্রে, Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983) এর অধীন ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অব রেজিস্ট্রেশন এবং সার্টিফিকেট অব ইন্সপেকশন এর কপি, মৎস্য নৌযানের মালিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র, নির্ধারিত ফি প্রদানের রসিদ, নির্ধারিত অন্য কোনো সনদ বা তথ্য দাখিল করতে হবে। বিদেশি মৎস্য নৌযানের মালিককে নিজ দেশের সংশ্লিষ্ট মৎস্য নৌযান নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুরূপ সনদপত্র দাখিল করতে হবে। পরিচালক দলিলাদি যাচাই-বাছাইপূর্বক দলিলাদি দাখিলের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনকারী বরাবর লাইসেন্স ইস্যু করতে পারবেন।

- **লাইসেন্স হস্তান্তর নিষিদ্ধ, ইত্যাদি (ধারা ১০) :** লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য বা বিক্রয়যোগ্য হবে না। তবে ব্যক্তিমালিকানার ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহীতার মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির বৈধ উত্তরাধিকারী বা নৌযানের মালিকানা পরিবর্তন হলে নূতন মালিক বরাবরে নূতন লাইসেন্স প্রদান করা যাবে।

- **লাইসেন্সের মেয়াদ ও নবায়ন (ধারা ১১) :** লাইসেন্সের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বৎসর। লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য পরিচালকের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে এবং নবায়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনাপূর্বক পরিচালক লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন।

- **লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতি (ধারা ১২) :** পরিচালক, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, লাইসেন্স নবায়নের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবেন। পরিচালক বিশেষ বিবেচনায় লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ফি এর দ্বিগুণ ফি আদায় করে কেবল একবার লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন।

মন্তব্য : *লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে পরিচালককে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা অপপ্রয়োগ হওয়ার আশংকা রয়েছে।*

সুপারিশ : *কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিচালক লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন তা আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি কতদিনের মধ্যে নবায়ন ইস্যু করতে হবে, কোনো আপত্তি থাকলে কিভাবে ও কতদিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে সেসব বিষয় আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।*

- **লাইসেন্স স্থগিতকরণ, বাতিল ইত্যাদি (ধারা ১৩) :** পরিচালক সুনির্দিষ্ট কারণের প্রেক্ষিতে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করতে পারবেন, যদি মৎস্য নৌযানের মালিক- এই আইন বা বিধি বা লাইসেন্সের কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেন, কোনো অসত্য তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপনপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করেন, মৎস্য আহরণ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মৎস্য নৌযানটি ব্যবহার করেন, একাধারে ৩ (তিন) বৎসর লাইসেন্স নবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হন, লাইসেন্স হস্তান্তর বা বিক্রয় করেন, তার মৎস্য নৌযান কর্তৃক নদী বা সমুদ্রের পানি বা পরিবেশ দূষণ করেন, তার মৎস্য নৌযানের সাহায্যে সংঘটিত কোনো অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন, মৃত্যুবরণ করেন, এই আইনের অধীন ২ (দুই) বার প্রশাসনিক জরিমানা বা অন্য কোনো অপরাধে দণ্ডিত হন কিংবা নির্ধারিত অন্য কোনো শর্ত প্রতিপালন না করেন। পরিচালক প্রয়োজনে লাইসেন্স স্থগিত করতে পারবেন; এক্ষেত্রে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য মৎস্য নৌযানের মালিককে নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশে উল্লিখিত অভিযোগের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লাইসেন্স স্থগিত থাকবে। নোটিশের জবাব সন্তোষজনক হলে পরিচালক লাইসেন্সের উপর প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করবেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হলে সংশ্লিষ্ট মালিককে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করে তার নামে ইস্যুকৃত লাইসেন্স বাতিল করতে পারবেন।

- **যে বিষয়সমূহের জন্য লাইসেন্স বৈধ (ধারা ১৪) :** প্রতিটি লাইসেন্স উহাতে বর্ণিত মৎস্য প্রজাতি এবং মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি বা পদ্ধতি বা নির্দিষ্টকৃত এলাকার জন্য বৈধ থাকবে।

- **লাইসেন্সে শর্ত আরোপের ক্ষেত্র (ধারা ১৫) :** পরিচালক যেসব ক্ষেত্রে লাইসেন্সে শর্ত আরোপ করতে পারবেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- (ক) মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত এলাকা বা সময়কাল; (খ) যে মৎস্য আহরণ এবং বহন করা হবে উহার প্রজাতি, আকার, লিঙ্গ, বয়স এবং পরিমাণ; (গ) মৎস্য আহরণ এবং বহনের পদ্ধতি; (ঘ) মৎস্য নৌযান কর্তৃক ব্যবহৃত হতে পারে এরূপ মৎস্য ধরার যন্ত্রপাতির ধরন, আকার ও পরিমাণ; ইত্যাদি। কোনো ব্যক্তি লাইসেন্সে আরোপিত কোনো শর্ত অমান্য করলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

মন্তব্য : *যেসব ক্ষেত্রে পরিচালক লাইসেন্সে শর্ত আরোপ করতে পারবেন তেমন একটি ক্ষেত্র হলো দফা (ক)-এ বর্ণিত 'মৎস্য আহরণের জন্য অনুমোদিত এলাকা বা সময়কাল'। কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে মৎস্য আহরণের উপর*

শর্ত আরোপ করা হলে সেই সময়কালে মৎস্যশ্রমিকদের জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান কিভাবে হবে সে বিষয়ে কোনো নির্দেশনা আইনে দেওয়া হয়নি।

সুপারিশ : *কোনো নির্দিষ্ট সময়কালে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞা বা কোনো শর্ত আরোপ করা হলে সেই সময়কালে মৎস্যশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষা সংক্রান্ত বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।*

- **সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র, আগমনী বার্তা, ইত্যাদি (ধারা ১৬) :** এই ধারায় সমুদ্র যাত্রার ক্ষেত্রে অনুমতিপত্র গ্রহণ এবং বন্দরে ফিরে আসার বিষয়ে আগমনী বার্তা প্রেরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত বিধিবিধান এবং বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে শাস্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে। এই ধারার বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক লাইসেন্সপ্রাপ্ত মৎস্য নৌযানকে পরিচালকের নিকট হতে সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র (Sailing Permission) গ্রহণ করতে হবে; মৎস্য নৌযানের মালিককে সমুদ্রে যাতায়াতের বিষয়, সমুদ্রে অবস্থানকালীন মেয়াদ, মৎস্য আহরণের লগবুক ও স্ট্যাকিং শীট সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

  মৎস্য আহরণ শেষে বন্দরে প্রত্যাবর্তনের অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে মৎস্য নৌযানের অবস্থান, মৎস্য খালাসের সময় উল্লেখ করে পরিচালক বরাবর আগমনী বার্তা প্রেরণ করতে হবে এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপস্থিতিতে আহরিত মৎস্য খালাস করতে হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আগমনী বার্তা প্রাপ্তির পর মৎস্য খালাসের সময়, মৎস্য আহরণের পরিমাণ, ধরন বা প্রকৃতি ইত্যাদি পরীক্ষা করিতে পারবেন। পরীক্ষাকালে যদি প্রতীয়মান হয় যে, সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র বা লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করে মৎস্য আহরণ করা হয়েছে, কিংবা, যদি আগমনী বার্তা প্রেরণ না করে কোনো মৎস্য নৌযান হতে মৎস্য খালাস করা হয় তাহলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আহরিত মৎস্যের বাজারমূল্যের ৩ (তিন) গুণ প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ এবং উক্ত আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। আবার, সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের নির্ধারিত শর্ত ভঙ্গ করলে, পরিচালক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লিখিত আদেশ দ্বারা পরবর্তী সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্র স্থগিত বা সমুদ্র যাত্রার অনুমতির আবেদন নামঞ্জুর করতে পারবেন।

মন্তব্য : *প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ অনেক বেশি। এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা অপপ্রয়োগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। আবার, পরিচালকের আদেশ দ্বারা মৎস্যজীবি বা মৎস্য শ্রমিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান এই আইনে রাখা হয়নি।*

সুপারিশ : *মৎস্য শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শাস্তির পরিমাণ ন্যূনতম পরিমাণে কমিয়ে আনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবি বা মৎস্য শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।*

- **ধৃত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব (ধারা ১৭) :** সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি আহরণকৃত মৎস্য সংক্রান্ত বিবরণী এবং বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবেন এবং এগুলোর অনুলিপি পরিচালকের নিকট দাখিল করবেন। কোনো ব্যক্তি এই বিধান অমান্য করলে তাকে অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা করা যাবে।

- **নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা (ধারা ১৮) :** কোনো মৎস্য নৌযান এরূপভাবে পরিচালনা করা যাবে না যাতে নৌ বা জাহাজ চলাচলের স্বীকৃত নৌপথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় অধ্যায় সম্পর্কে মন্তব্য : *লাইসেন্স গ্রহণ ও শর্ত পরিপালন, সমুদ্রযাত্রার অনুমতি গ্রহণ বা আগমনী বার্তা প্রেরণ, ধৃত মৎস্য সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ, নৌ চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াতেই মৎস্যশ্রমিকদের কোনো ভূমিকা বা সংশ্লিষ্টতা নাই। কিন্তু অপরাধের দায় এবং শাস্তির ক্ষেত্রে মৎস্যশ্রমিকদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মৎস্যশ্রমিকদের দায়মুক্তির কোনো বিধান আইনে নেই।*

সুপারিশ : *সংঘটিত অপরাধের জন্য মৎস্যশ্রমিকদের দায় কতটুকু তা যাচাই করার জন্য পুলিশি কার্যক্রম বা আইনী কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে তদন্তের বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি মৎস্যশ্রমিকদের অনিচ্ছায় কিংবা অজ্ঞতায় সংঘটিত অপরাধের দায় থেকে তাদের মুক্ত রাখার সুনির্দিষ্ট বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।*

চতুর্থ অধ্যায় 'স্থানীয় মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম'-এ ধারা ১৯ থেকে ২১

- **স্থানীয় মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন (ধারা ১৯) :** কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে পরিচালক স্থানীয় মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেন সেসব বিষয় এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। লাইসেন্স ইস্যু না করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষ থেকেও ঘাটতি থাকতে পারে, আবার সরকারের বিশেষ প্রয়োজনও থাকতে পারে।
- **বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরিতে নমুনা অনুসরণ, ইত্যাদি (ধারা ২০) :** সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত নমুনা (Specification) অনুযায়ী বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরির বাধ্যবাধকতার বিয়য়টি এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধারার বিধান লংঘনকারী মালিককে লাইসেন্স প্রদান করা হবে না। বাণিজ্যিক ট্রলার আমদানি বা স্থানীয়ভাবে তৈরির জন্য সরকারের প্রদত্ত অনুমতিপত্র হস্তান্তরযোগ্য হবে না।
- **আর্টিসানাল নৌযানের অনুমতি (ধারা ২১) :** সরকারের অনুমতিপ্রাপ্ত আর্টিসানাল নৌযান ব্যতীত অন্য কোনো আর্টিসানাল নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণ করতে পারবে না। অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনো আর্টিসানাল নৌযান সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ এলাকায় মৎস্য আহরণ করলে আহরিত মৎস্যের সমপরিমাণ মূল্য প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ এবং আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

পঞ্চম অধ্যায় 'বিদেশী মৎস্য নৌযান কর্তৃক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম'-এ ধারা ২২ থেকে ২৬

- **বিদেশি মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যুর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন (ধারা ২২) :** সরকার উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক বা কারণ উল্লেখ ব্যতিরেকে, বিদেশি মৎস্য নৌযান বরাবরে লাইসেন্স ইস্যু করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারবে।

- **বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় বিদেশি মৎস্য নৌযানের প্রবেশে বাধা-নিষেধ (ধারা ২৩) :** কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান লাইসেন্স ব্যতীত এবং আইনে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করতে পারবে না।
- **লাইসেন্স ব্যতীত বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ (ধারা ২৪) :** কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান লাইসেন্স ব্যতীত বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় প্রবেশ করে কিংবা মৎস্য আহরণ করে বা আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে কিংবা মৎস্য বোঝাই (load), খালাশ (unload) বা এক নৌযান হতে অন্য নৌযানে মৎস্য স্থানান্তর (tranship) বা ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা বেআইনিভাবে মৎস্য পরিবহন, পাচার বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য সম্পদ বা পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন করে বা ক্ষতিসাধন হতে পারে এমন কোনো কাজ করে বা কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্ত কাজে সহায়তা করে কিংবা জ্বালানি সরবরাহ বোঝাই বা খালাশ করে তাহলে তা একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।
- **বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের দণ্ড (ধারা ২৫) :** কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযান কর্তৃক অপরাধ সংঘটিত হলে উক্ত নৌযানের মালিক, স্কিপার এবং নৌযানে অবস্থানরত অপরাধ সংঘটনকারী অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ড (তবে অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন। এক্ষেত্রে পরিচালক আটককৃত মৎস্য নৌযান, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম এবং আহরিত মৎস্য বাজেয়াপ্ত করবেন।
- **আইনগত বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদানে বাধা-নিষেধ (ধারা ২৬) :** সরকার লাইসেন্স দ্বারা কোনো বিদেশি মৎস্য নৌযানকে শুল্ক, কর, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য, সমুদ্রোপযোগিতা এবং নিরাপত্তা সনদ সম্পর্কিত আইন দ্বারা আরোপিত বাধ্যবাধকতা বা অবশ্য পালনীয় শর্ত প্রতিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে না। তবে জরীপ বা গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বিদেশি কোনো মৎস্য নৌযানকে উক্তরূপ বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় 'মৎস্য আহরণের কতিপয় নিষিদ্ধ পদ্ধতি'-এ ধারা ২৭ ও ২৮

- **বিস্ফোরক, ইত্যাদির ব্যবহার নিষিদ্ধ (ধারা ২৭) :** কোনো ব্যক্তি মৎস্য আহরণের জন্য বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করলে বা ব্যবহার করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে কিংবা বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য বহন করলে বা নিজ দখল বা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কিংবা মৎস্য আহরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত নিষিদ্ধ পদ্ধতি ব্যবহার করলে বা উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত সরঞ্জাম মৎস্য নৌযানে বহন করলে বা দখল বা নিয়ন্ত্রণে রাখলে কিংবা বেআইনীভাবে মৎস্য আহরণ করা হয়েছে জেনেও বা তা বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকা সত্ত্বেও উক্ত মৎস্য গ্রহণ করলে বা বৈধ কোনো কারণ ব্যতীত তার দখলে রাখলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড (তবে অর্থদণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন।

মন্তব্য : *মজুরির বিনিময়ে মৎস্য নৌযানে নিয়োজিত মৎস্য শ্রমিকগণের অজ্ঞাতসারে কোনো বেআইনী বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য রাখা হলে অপরাধের দায়ভার শ্রমিকের উপর বর্তাবে। তাছাড়া শ্রমিকগণ অসেচতন বিধায় না জেনেও এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে দায়ী হতে পারে। পাশাপাশি মৎস্য নৌযানের মালিক জোরপূর্বকভাবেও শ্রমিকদেরকে দিয়ে অন্যায়ভাবে মৎস্য আহরণ করাতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মৎস্য শ্রমিকদের দায়মুক্ত থাকার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। তাছাড়া এই ধারায় বর্ণিত শাস্তির পরিমাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অধিক বলে প্রতীয়মান হয়।*

সুপারিশ : *অসচেতন মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি, মৎস্য শ্রমিকদের জন্য শাস্তির পরিমাণ কমানো।*

- **নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল, সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দণ্ড (ধারা ২৮) :** কোনো ব্যক্তি যদি মৎস্য আহরণের জন্য নির্ধারিত আকারের জাল ব্যতীত অন্য কোনো জাল, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, দখলে বা মৎস্য নৌযানে রাখে তাহলে তা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

মন্তব্য : *মজুরির বিনিময়ে মৎস্য নৌযানে নিয়োজিত মৎস্য শ্রমিকগণের অজ্ঞাতসারে অননুমোদিত কোনো জাল, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার, দখলে বা মৎস্য নৌযানে রাখা হলে অপরাধের দায়ভার শ্রমিকের উপর বর্তাবে। তাছাড়া শ্রমিকগণ অসেচতন বিধায় না জেনেও এই ধারায় বর্ণিত অপরাধে দায়ী হতে পারে। পাশাপাশি মৎস্য নৌযানের মালিক জোরপূর্বকভাবেও শ্রমিকদেরকে দিয়ে অন্যায়ভাবে মৎস্য আহরণ করাতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মৎস্য শ্রমিকদের দায়মুক্ত থাকার বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। তাছাড়া এই ধারায় বর্ণিত শাস্তির পরিমাণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অধিক বলে প্রতীয়মান হয়।*

সুপারিশ : *অসচেতন মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষার বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। পাশাপাশি, মৎস্য শ্রমিকদের জন্য শাস্তির পরিমাণ কমানো।*

সপ্তম অধ্যায় 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা, ইত্যাদি'-এ ধারা ২৯ থেকে ৩১

- **সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা (ধারা ২৯) :** সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল রক্ষায় এবং বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা ও গবেষণা কর্মের প্রসারে পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে সরকার বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার মধ্যে বিভিন্ন এলাকাকে মৎস্য অভয়ারণ্য বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত (Protected) এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।
- **সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য শিকার, ড্রেজিং, ইত্যাদি নিষিদ্ধ (ধারা ৩০) :** যদি কোনো ব্যক্তি সরকার কর্তৃক ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় মৎস্য আহরণ করে বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিংবা ড্রেজিং, বালি ও কাঁকড় আহরণ করে, বর্জ্য বা অন্য কোনো দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ বা জমা করে বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য বা মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র বা আবাসস্থলের

ব্যাঘাত ঘটায় বা পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধন করে, বা সংরক্ষিত এলাকায় কোনো ইমারত বা অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ করে, তাহলে এরূপ কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে অর্থদণ্ডের এক-তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডণীয় হবেন।

মন্তব্য : অসাবধানতা বা অসচেতনতাবশতঃ মৎস্য শ্রমিকদের দ্বারা এই ধারার বিধান লংঘন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষাকল্পে এই ধারায় পৃথক ও বিশেষ কোনো নির্দেশনা নেই বিধায় তারা যেকোনো সময় ক্ষতিগ্রস্ত (ভিকটিম) হতে পারে। পাশাপাশি এই ধারায় বিধৃত শাস্তির পরিমাণ মৎস্য শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত বেশি বলে প্রতীয়মান হয়।

সুপারিশ : মৎস্য শ্রমিকদের জন্য পৃথক ও বিশেষ বিধান রাখা যেন তারা ভুলবশতঃ বা অসাবধানতার কারণে আইনের বিধান লংঘন করলে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী হন।

- **বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমতি প্রদান (ধারা ৩১) :** সরকার, শর্ত সাপেক্ষে, বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় মৎস্য সম্পর্কিত গবেষণা বা জরিপ কাজে নিয়োজিত কোনো নৌযান, ব্যক্তি বা বাংলাদেশি, আন্তর্জাতিক বা আঞ্চলিক কোনো সংস্থাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা ও তথ্য প্রকাশের জন্য অনুমতি প্রদান করতে পারবে। গবেষণা পরিচালনাকারী শর্ত লংঘন করলে তাহাকে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা যাবে।

অষ্টম অধ্যায় 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নৌযানের গতিরোধ, তল্লাশি, জব্দ, বাজেয়াপ্তি, ইত্যাদি'-এ ধারা ৩২ থেকে ৪৪

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ধারা ৩২) :** সরকার মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্য, যে কোনো শুল্ক কর্মকর্তা বা সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Authorised Officer) হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে।
- **মৎস্য নৌযানের গতিরোধ, পরীক্ষা, ইত্যাদি (ধারা ৩৩) :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ইচ্ছা করলে এই আইন বা বিধি লংঘনের অভিযোগে মৎস্য নৌযানে বহনকৃত মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতি, জাল, সরঞ্জাম, নাবিক বা বহনকৃত মৎস্য পরীক্ষা এবং তল্লাশি করতে পারবেন এবং তল্লাশিকালে অবৈধভাবে আহরণকৃত মৎস্য পাওয়া গেলে বা মৎস্য নৌযানের সাহায্যে অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ করা হয়েছে বা হচ্ছে বা উক্ত মৎস্য পরিবহণ করা হচ্ছে বলে মনে করলে তিনি উক্ত মৎস্য নৌযান, নৌযানে সংরক্ষিত মৎস্য, মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম জব্দ করতে এবং উক্ত অপরাধের সাথে জড়িত মৎস্য নৌযান পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে আটক করে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করতে পারবেন।

পরোয়ানা ব্যতীত আঙ্গিনায় প্রবেশ, তল্লাশি, নৌযান জব্দ, ইত্যাদি (ধারা ৩৪) : দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি বিশ্বাস করেন যে, কোনো গৃহে বা গুদামে বা আঙ্গিনায় বা কোনো স্থানে এই আইন বা বিধি লংঘন করে আহরণকৃত মৎস্য এবং এতদসংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম মজুদ রাখা হয়েছে বা কোনো অপরাধ সংঘটনের

প্রস্তুতি প্রহণ করা হচ্ছে বা অপরাধ সংঘটনের সরঞ্জাম মজুদ রাখা হয়েছে, তাহলে তিনি পরোয়ানা ব্যতীত উক্ত গৃহে বা গুদামে বা আঙ্গিনায় বা স্থানে প্রবেশ করে তল্লাশি করতে পারিবেন; এবং উক্ত স্থানে রক্ষিত মৎস্য, মৎস্য নৌযান, আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম, যানবাহন জব্দ করিতে পারবেন; এবং অপরাধ সংঘটনকারী বা অপরাধ সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণকারী ব্যক্তিকে আটক করে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করতে পারবেন।

- **নৌযানের গতিরোধ করার লক্ষ্যে পিছু ধাওয়া করার ক্ষমতা (ধারা ৩৫) :** দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোনো নৌযানের গতিরোধ করার প্রয়োজনে তার কর্তৃত্বে থাকা নৌযান বা উড়োজাহাজ থেকে আন্তর্জাতিক সংকেত, কোড বা অন্য কোনো স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে উক্ত নৌযানের গতিরোধ করার নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন এবং উক্ত নৌযান গতিরোধ না করলে বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার বাহিরেও উহাকে অনুসরণ করা যাবে এবং গতিরোধের জন্য সতর্কতা স্বরূপ বন্দুকের ফাঁকা গুলি বর্ষণ করা যাবে এবং উক্তরূপ সতর্কতার পরেও উক্ত নৌযান না থামলে উহাতে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা যাবে। কোনো নৌযানের গতিরোধ করা সম্ভব হলে, উক্ত নৌযানকে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার বাইরেও আটক করা যাবে এবং আটকের পর উক্ত নৌযানসহ উহার নাবিককে নিকটস্থ বন্দর বা থানায় সোপর্দ করতে হবে।

মন্তব্য : *মৎস্য নৌযান পরীক্ষা ও তল্লাশী, পাশাপাশি সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা, পরোয়ানা ব্যতীত আঙ্গিনায় প্রবেশ, তল্লাশি, নৌযান জব্দ করা এবং নৌযানের গতিরোধ করার লক্ষ্যে পিছু ধাওয়া করার বিষয়ে ধারা ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ এ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা অপপ্রয়োগ হওয়ার আশংকা রয়েছে। এক্ষেত্রে মৎস্য শ্রমিকগণ কোনো ধরনের অন্যায় আচরণের শিকার হলে তিনি কিভাবে প্রতিকার পাবেন সে বিষয়ে আইনে কোনো নির্দেশনা নেই।*

সুপারিশ : *সুনির্দিষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে আটক করা যাবে মর্মে বিধান সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি অন্যায় আচরণের শিকার ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিকার কী হবে তাও আইনে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।*

- **গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি সংক্রান্ত বিধান (ধারা ৩৬) :** কোনো ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন গ্রেফতার করা হলে উক্ত ব্যক্তিকে, যথাশীঘ্র সম্ভব, নিকটবর্তী থানায় হাজির করতে হবে এবং উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই আইন, বিধি এবং Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- **আটককৃত মৎস্য নৌযান, ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত (ধারা ৩৭) :** এই ধারায় বলা হয়েছে যে, আটককৃত কোনো মৎস্য নৌযান, মৎস্য আহরণের গিয়ার বা সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থ বা যন্ত্রপাতি বা ধারা ৪১ এর অধীন প্রাপ্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ মামলা নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আটক থাকবে; এবং কোনো মামলা দায়ের না হয়ে থাকলে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত আটক থাকবে এবং উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে, যদি না উক্ত সময়ের মধ্যে আটককৃত মালামালের প্রকৃত মালিক লিখিতভাবে কোনো দাবি উত্থাপন করেন। কোনো

লিখিত দাবি পাওয়া গেলে পরিচালক প্রয়োজনে অঙ্গীকারনামা বা জামানত গ্রহণপূর্বক দাবিকৃত মালামাল বা অর্থ অবমুক্ত করে দাবিদার মালিকের নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন। আবার, মালামাল বা সরঞ্জামের মালিকের আবেদনক্রমে আদালত প্রয়োজনীয় অঙ্গীকারনামা বা জামানত রেখে বা শর্ত আরোপ করে আবেদনকারী বরাবর আটককৃত মৎস্য নৌযান বা মৎস্য আহরণের সরঞ্জাম অবমুক্তির আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

মন্তব্য : *মামলা দায়ের করা হলে কত দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি হবে তার সময়সীমা উল্লেখ আইনে করা হয়নি।*

সুপারিশ : *মামলা দায়ের করা হলে ন্যূনতম কত দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি হবে সেই বিষয়ে একটি নির্দেশনা আইনে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।*

- **আদালত কর্তৃক দণ্ড আরোপের অতিরিক্ত হিসাবে বাজেয়াপ্তির আদেশ (ধারা ৩৮) :** আদালত কোনো ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদানের অতিরিক্ত হিসেবে মৎস্য নৌযান, আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, স্টোরের মালামাল, কার্গো, মৎস্য আহরণের গিয়ার, জাল অথবা সংঘটিত অপরাধে ব্যবহৃত মৎস্য আহরণের কোনো সরঞ্জাম বাজেয়াপ্তির আদেশ দিতে পারবে বা আদালত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাইসেন্স স্থগিত রাখতে বা লাইসেন্স বাতিলের আদেশ প্রদান করতে পারবে; এবং অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে আহরিত মৎস্য বা ধারা ৪১ অনুসারে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কোনো বিস্ফোরক, বিষ অথবা অন্য কোনো ক্ষতিকর পদার্থ বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করতে পারবে।
- **বাজেয়াপ্তকৃত মৎস্য নৌযান, ইত্যাদি নিষ্পত্তি (ধারা ৩৯) :** সরকার, ধারা ৩৭ বা ৩৮ অনুসারে বাজেয়াপ্ত হিসাবে গণ্য বা আদেশপ্রাপ্ত কোনো মৎস্য নৌযান, আসবাবপত্র, আনুষঙ্গিক বস্তু, স্টোরের মালামাল, কার্গো, মৎস্য আহরণের গিয়ার, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম, বিস্ফোরক, বিষ অথবা অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ এবং মৎস্য হতে বিক্রয়লব্ধ অর্থ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিষ্পত্তি করবে।
- **অবৈধভাবে ধৃত মৎস্য (ধারা ৪০) :** এই আইন বা বিধির কোনো বিধান লঙ্ঘন করে সংঘটিত অপরাধে ব্যবহৃত মৎস্য নৌযানে যে সকল মৎস্য পাওয়া যাবে, বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হলে উহা বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমা হতে অবৈধভাবে ধৃত হয়েছে বলে অনুমিত হবে।
- **মৎস্য ও পচনশীল দ্রব্য নিষ্পত্তি (ধারা ৪১) :** আটককৃত মৎস্য ও অন্যান্য পচনশীল দ্রব্য পরিচালক স্বীয় উদ্যোগে, বা ক্ষেত্রমত, আদালতের নির্দেশে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিষ্পত্তি করবেন এবং উক্ত দ্রব্য বিক্রয় করা হলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত খাতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে।
- **ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার পরিচয়পত্র প্রদর্শন (ধারা ৪২) :** এই আইন বা বিধির অধীন কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকালে উক্ত ব্যক্তি চাহিবামাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার পরিচয়পত্র বা লিখিত কর্তৃত্ব দাখিল করবেন, যাতে যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণিত হয় যে তিনি এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

- **ক্ষমতা অর্পণ (ধারা ৪৩) :** সরকার, বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা ব্যতীত, তার অন্য কোনো ক্ষমতা মহাপরিচালককে, মহাপরিচালক তার ক্ষমতা অতিরিক্ত মহাপরিচালক বা পরিচালককে এবং পরিচালক তার ক্ষমতা প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে লিখিত আদেশ দ্বারা যে কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ করতে পারবেন।
- **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ (ধারা ৪৪) :** এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কাজকর্মের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা তার ক্ষতিগ্রস্ত হওবার সম্ভাবনা থাকলে তজ্জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না।

মন্তব্য : *সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ সংক্রান্ত ধারা ৪৪-এর অপব্যবহার হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ ধরনের বিধান সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে দায়মুক্ত রাখে যার ফলে তাদের অন্যায় কাজের ফল অন্যদের ভোগ করতে হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্মকাণ্ডও মনিটরিংয়ের আওতায় থাকা উচিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠলে উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।*

সুপারিশ : *ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত না রেখে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্ত করে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।*

নবম অধ্যায় 'প্রশাসনিক আপিল'-এ ধারা ৪৫

- **প্রশাসনিক আপিল (ধারা ৪৫) :** পরিচালক কর্তৃক লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়নে অস্বীকৃতির আদেশ, লাইসেন্স বাতিলের আদেশ বা এই আইনের অধীন প্রদত্ত জরিমানা আরোপের আদেশসহ অন্য কোনো প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি উক্ত আদেশদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন। সরকার আপিল আবেদন ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। আপিল আবেদনের উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মন্তব্য : *সরকারি কর্মকর্তা পরিচালকের আদেশের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপিল করার বাধ্যবাধকতা এবং সর্বশেষে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হওয়ার এই বিধান সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আইনগত প্রতিকার পাওয়ার সুযোগকে সীমিত বা বাধাগ্রস্ত করার আশঙ্কা রয়েছে।*

সুপারিশ : *সরকারি কর্মকর্তা পরিচালকের আদেশের বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপীল আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যেন সহজ প্রক্রিয়ায় আদালতে প্রতিকার চাইতে পারেন সেই ধরনের বিধান আইনে সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।*

দশম অধ্যায় 'অপরাধ ও দণ্ড'-এ ধারা ৪৬ থেকে ৫৪

- **দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বাধা প্রদানের দণ্ড (ধারা ৪৬) :** কোনো ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২

(দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

- **মৎস্য নৌযান, ইত্যাদির ক্ষতি সাধনের দণ্ড (ধারা ৪৭) :** কোনো ব্যক্তি মৎস্য নৌযান, খুঁটি, গিয়ার বা মৎস্য আহরণের সরঞ্জামের ক্ষতি সাধন বা ধ্বংস করলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

- **প্রমাণাদি ধ্বংসের দণ্ড (ধারা ৪৮) :** কোনো ব্যক্তি আটক বা চিহ্নিতকরণ এড়ানোর জন্য মৎস্য, মৎস্য আহরণের যন্ত্রপাতির ও সরঞ্জাম, বিস্ফোরক দ্রব্য, বিষ, কোনো ক্ষতিকর পদার্থ বা অন্য কোনো প্রমাণ ধ্বংস করলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

- **মার্কিং ব্যতীত মৎস্য নৌযান পরিচালনার দণ্ড (ধারা ৪৯) :** কোনো নৌযানের মালিক বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে মার্কিং ব্যতীত কোনো মৎস্য নৌযান পরিচালনা করলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

- **নৌযানে আরোহণকৃত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের দণ্ড (ধারা ৫০) :** নৌযানে আরোহণকৃত কোনো ব্যক্তি যদি এই আইন বা বিধির অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন তাহলে উক্ত নৌযানের স্কিপার উক্ত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

মন্তব্য : *এই ৫০ ধারা মোতাবেক নৌযানে আরোহণকৃত যেকোনো ব্যক্তির অপরাধের দায়ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিবর্তে নৌযানের স্কিপারকে বহন করতে হবে যা ন্যায্য নয়।*

সুপারিশ : *কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে স্কিপার দায়ী হবে তা আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা।*

- **বেআইনিভাবে ধৃত মৎস্য সংরক্ষণ, মজুদ বা বিক্রয় করিবার দণ্ড (ধারা ৫১) :** কোনো ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে বেআইনিভাবে ধৃত মৎস্য সংরক্ষণ, মজুদ বা বিক্রয় করেন, তাহলে উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে (তবে এই ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের এক তৃতীয়াংশের কম নয়) বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

- **অপরাধ সংঘটনে সহায়তার দণ্ড (ধারা ৫২) :** কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের সমপরিমাণ দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন।

মন্তব্য : *ধারা ৫২ মোতাবেক মৎস্য শ্রমিকদেরকে অপরাধ সংঘটনে সহযোগী হিসেবে দায়ী করার আশংকা রয়েছে। মৎস্য শ্রমিকরা না জেনে, না বুঝে নিয়োগকারীর প্ররোচনায় বা চাপে কিংবা অজ্ঞাতসারে এমন কোনো কাজ করতে পারে যার ফলে তারা অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেছে বলে বিবেচিত হতে পারে।*

সুপারিশ : *মৎস্য শ্রমিকদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। অর্থাৎ, মৎস্য শ্রমিকদের অজ্ঞাতসারে কৃত কোনো কাজের দায়ে যেন তাদেরকে অভিযুক্ত করা বা শাস্তি দেওয়া না হয় সে বিষয়ে আইনে তাদের জন্য সুরক্ষামূলক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।*

- **অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড (ধারা ৫৩) :** এই আইনে উল্লিখিত কোনো অপরাধের জন্য কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন একই ধরনের অপরাধ সংঘটন করলে তিনি পর্যায়ক্রমিকভাবে উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ হারে দণ্ডনীয় হবেন।

- **প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ (৫৪) :** পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, এই আইনে নির্ধারিত প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ ও আদায় করিতে পারিবেন। কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন তার উপর আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Act No. IX of 1913) এর অধীন সরকারি দাবি গণ্যে আদায়যোগ্য হবে।

মন্তব্য : *অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নৌযান মালিক, স্কিপার ও মৎস্য শ্রমিকের জন্য পৃথক নির্দেশনা থাকা উচিত। বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে এটাই প্রত্যাশিত। অথচ এই আইনে বিধানসমূহ এমন যে এখানে একজনের অপরাধের জন্য অন্য আরেকজন শাস্তি পেয়ে যেতে পারে যা অনাকাঙ্ক্ষিত; উদাহরণস্বরূপ, ধারা ৫০ অনুযায়ী নৌযানে আরোহণকৃত কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তার দায় স্কিপারের উপর বর্তাবে। আবার নৌযান মালিকের অপরাধের দায়ভারও অনেক সময় মৎস্য শ্রমিকের উপর বর্তাবে।*

সুপারিশ : *নৌযান মালিক, স্কিপার ও মৎস্য শ্রমিকের জন্য অপরাধের শাস্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আইনে পৃথক পৃথক নির্দেশনা থাকা উচিত এবং তাদের শাস্তির মাত্রা ও জরিমানার পরিমাণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকা প্রয়োজন।*

একাদশ অধ্যায় 'অপরাধের অধিক্ষেত্র, বিচার, জামিনযোগ্যতা, ইত্যাদি'-এ ধারা ৫৫ থেকে ৫৯

- **স্থানীয় অধিক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধ (৫৫) :** এই আইন বা বিধি লঙ্ঘন করে বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য জলসীমার মধ্যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত কোনো অপরাধ, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং বাংলাদেশের যে কোনো আদালত কর্তৃক এমনভাবে বিচার্য হবে যেন উক্ত অপরাধটি উক্ত আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের আওতায় বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে সংঘটিত হয়েছে।

- **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি (ধারা ৫৬) :** Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হবে। প্রথম শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোনো দণ্ড আরোপ করতে পারবে।

- **অপরাধের আমলযোগ্যতা, জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা (ধারা ৫৭) :** এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable) ও জামিনযোগ্য (Bailable) হবে। ধারা ৭ এবং ২৪ এ বর্ণিত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ আপসযোগ্য (Compoundable) হবে।

- **অপরাধের আপস (ধারা ৫৮) :** Code of Criminal Procedure, 1898, (Act No. V of 1898) এ যাই উল্লেখ থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আপসযোগ্য অপরাধের মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বে পরিচালক এবং অভিযুক্ত উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত আপসনামা আদালতে দাখিল করা হলে আদালত অপরাধের সংশ্লিষ্ট ধারায় বর্ণিত অর্থদণ্ডের সর্বাধিক পরিমাণের তিন চতুর্থাংশ পরিমাণ অর্থ, অর্থদণ্ড হিসাবে আরোপক্রমে অব্যাহতি প্রদান করে মামলা নিষ্পত্তি করতে পারবেন। পাশাপাশি অপরাধ সংশ্লিষ্ট আটককৃত নৌযান, আহরণকৃত মৎস্য, যদি থাকে, এবং অন্যান্য সকল আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আদালত এই আইনের অধীনে নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান করতে পারবে।

- **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ (ধারা ৫৯) :** আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত হওয়া সাপেক্ষে, মোবাইল কোর্ট দণ্ড আরোপ করতে পারবে।

দ্বাদশ অধ্যায় 'বিবিধ'-এ ধারা ৬০ থেকে ৬৪

- **নোটিশ জারি (ধারা ৬০) :** এই আইন বা বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তির উপর কোনো নোটিশ জারি করতে হলে যে ব্যক্তির প্রতি নোটিশ জারি করতে হবে, তাকে ব্যক্তিগতভাবে উহার অনুলিপি সরবরাহ করে অথবা তার বাড়ীর প্রকাশ্য কোনো স্থানে ঐ নোটিশের অনুলিপি সাঁটিয়া দিতে হবে। অথবা, যদি নোটিশটি নৌযানের স্কিপার বা কোনো আরোহীর উপর জারি করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে নৌযানের স্কিপার বা মৎস্য নৌযানটি ঐ সময়ে যার কর্তৃত্বাধীন রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তার নিকট উহা সরবরাহ করতে হবে। অথবা, উক্ত ব্যক্তির সর্বশেষ জ্ঞাত আবাসস্থল, ব্যবসা কেন্দ্র বা কর্মস্থলের ঠিকানায় প্রাপ্তি স্বীকারসহ রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করে জারি করতে হবে। নোটিশের বিষয় অন্য কোনোভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অবহিত হয়েছে বলে পরিচালক বা সরকারের নিকট স্পষ্ট হলে শুধু নোটিশ জারির পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে গৃহীত কার্যক্রম বাতিল হবে না।

- **ফি আদায় (ধারা ৬১) :** সরকার, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নৌযানের মৎস্য আহরণের ক্ষমতা এবং শ্রেণি অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু, নবায়ন এবং সমুদ্র যাত্রার অনুমতিপত্রের জন্য ফি নির্ধারণ করতে পারবে এবং নির্ধারিত ফি পরিচালক বা কর্মকর্তা কর্তৃক আদায়যোগ্য হবে।

- **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা (ধারা ৬২) :** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

মন্তব্য : *অদ্যাবধি এই আইনের বিধিমালা প্রণীত হয়নি।*

সুপারিশ : *এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে যথাশীঘ্রসম্ভব সরকার কর্তৃক বিধি প্রণয়ণ করা এবং বিধি প্রণয়নে শ্রমিক পক্ষ ও মৎস্য শ্রমিকদের অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে আলোচনা ও মতামতের ভিত্তিতে বিধিমালা চূড়ান্ত করা।*

রহিতকরণ ও হেফাজত (ধারা ৬৩) : (১) Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983), অতঃপর রহিতকৃত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত হবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত Ordinance এর অধীন-

(ক) ইস্যুকৃত লাইসেন্স, কৃত কোনো কাজ, গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা, এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে;

(খ) দায়েরকৃত কোনো মামলা বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে উহা এমনভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে বা চলমান থাকবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয়নি;

(গ) সম্পাদিত কোনো চুক্তি, দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট এমনভাবে বহাল থাকবে যেন উহা এই আইনের অধীন সম্পাদিত হয়েছে;

(ঘ) ইতোমধ্যে যে সকল মৎস্য নৌযানকে শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে উহা এই আইনের অধীন সংশোধিত ও পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ ও কার্যকর থাকবে।

(৩) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত Ordinance এর অধীন প্রণীত কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো আদেশ, নির্দেশ উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকলে, এই আইনের কোনো বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, উহা এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত এবং প্রদত্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত বা পুনঃপ্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ (ধারা ৬৪) : এই আইন কার্যকর হওয়ার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করতে পারবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাবে।

-০-